খোলপোড়া রোগ

খোলপোড়া রোগ দমন করুন
অধিক ফসল ঘরে তুলুন

ফ্যাক্ট শীটঃ ধানের রোগবালাই ও তার ব্যবস্থাপনা

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

রোগ পরিচিতি

খোলপোড়া ছত্রাকজনিত একটি রোগ। বাংলা-দ-শ ধা-নর প্রধান রোগগু-লার ম-ধ্য খোলপোড়া রোগটি অন্যতম। এ রোগটি বাংলা-দশ ছাড়াও অন্যান্য ধান উৎপাদনকারী দে-শ দেখা যায়। রোগটি সাধারণত ধা-নর সর্বাধিক কুশি অবস্থা থে-ক শুরু হয়। বাংলা-দ-শর প্রায় সকল অঞ্চ-লই রোগটি দেখা যায় এবং এ রোগটি আউশ ও আমন মৌসু-মর ধা-ন বেশি ক্ষতি ক-র। রোগটি ধা-নর ফলন শতকরা ৩০ ভাগ পর্যন্ত কমি-য় দেয়।

রো-গটি চিনার উপায়

রোগটির ফ-ল ধানগা-ছর খোল ও পাতায় বি-শষ ধর-নর দাগ হয় যা দে-খ রোগটি চিনা যা-ব।

প্রাথমিক অবস্থা

প্রথ-ম ধান গা-ছর নি-চর দি-ক পাতার খো-ল ছোট ছোট গোলাকার বা ডিম্বাকৃতি হালকা সবুজ বা নীল-চ রঙের ভিজা ভিজা দাগ প-র।

রো-গর প্রাথমিক অবস্থা

দাগগু-লার আকার ধী-র ধী-র বৃদ্ধি পে-য় ২-৩ সেন্টিমিটার লম্বা হয় এবং অনিয়মিত আকার ধারণ ক-র। এ সময় দাগগু-লার মাঝখানটায় ছাই রঙ হয় যা প-র শুক-না খ-ড়র রঙ ধারণ ক-র। প্রতিটি দাগ সরু বাদামি রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ। দাগগু-লা অ-নক সময় এক-ত্র মি-শ গি-য় বড় দা-গর সৃষ্টি ক-র।

খোলপোড়া
রো-গর দাগ

পাতায় লক্ষণ

- রোগটি গা-ছর পাতায়ও একই রকম দাগ সৃষ্টি ক-র।
- রো-গর মারাত্মক অবস্থায় আক্রান্ত গা-ছর সমস্ত খোল, পাতা এমনকি পু-ড়া গাছটি মারা যে-ত পা-র।

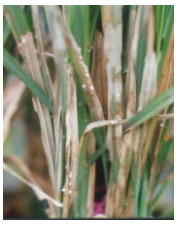

পিতায় খোলপাড়া -রাগ

রো-গর শেষ অবস্থা

- খোল ও পাতার বেশির ভা-গ রোগটি ছড়ি-য় প-ড়।
- দা-গর উপর বাদামি রঙের ছত্রাক গুটিকা দেখা যায়।

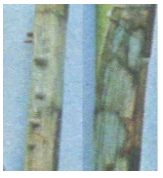

ছত্রাক গুটিকা

খোলপোড়া রোগের বিস্তার পদ্ধতি

মাটি ও পরিত্যাক্ত খড়কুটায় ছত্রাক-গুটিকা বা ছত্রাক-কাণ্ড রোগের প্রাথমিক উৎস হিসাবে কাজ করে। রোগজীবাণু মূলত বৃষ্টি, সেচ বা বন্যার পানির মাধ্যমে এক গাছ থেকে অন্য গাছে এবং এক জমি থেকে অন্য জমিতে ছড়ায়। কোন কোন সময় ছত্রাকের অনুজীব বাতাসের মাধ্যমেও বিস্তারলাভ করতে পারে। অধিক তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা এবং বেশি পরিমাণে ইউরিয়া ব্যবহার করলে রোগটির প্রকোপ বেড়ে যায়।

খোলপোড়া রোগের দমন ব্যবস্থাপনা

রোগ হওয়ার আগে করণীয়

- বছরে অন্তত একবার, বিশেষ করে আমন ধান কাটার পর আক্রান্ত খড়কুটা জমিতে পুড়িয়ে ফেলা
- দূরে দূরে সারি করে চারা লাগানো (২০ X ২০ সেন্টিমিটার)
- পর্যায়ক্রমে জমি শুকিয়ে আবার পানি দেয়া
- সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার করা
- রোগ সহনশীল জাত , বিআর২২, ব্রি ধান৩২, ব্রি ধান৩৮, ব্রি ধান৩৯, ব্রি ধান৪১, ব্রি ধান৪৮ ও ব্রি ধান৪৯-এর চাষ করা

রোগ হওয়ার পরে করণীয়

- রোগ দেখা দেয়ার পর বিঘা প্রতি ৫ কেজি পটাশ সার ১৫ দিন অন্তর সমান দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করুন
- প্রতি ৩৩ শতাংশের বিঘায় একোনাজল, ইভাইল্ট, এনভিল, ফলিকুর, কনটাফ অথবা টিল্ট ৬৭ মিলি অথবা ফোরাস্টিন, এগবেন, সিন্ডাজিম, ইভাজিম, জেনুইন বা ভলকেন ১৩৪ গ্রাম সমান দুই কিস্তিতে ১০০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষনা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd